রঙের কালার শেড

ইন্টেরিয়রের ক্ষেত্রে রঙের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রঙ নির্বাচনের মধ্যে প্রকাশ পায় আপনার রুচি, ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পবোধ। পুরো বাড়িতে একই রঙ ব্যবহারের ধারণাটি এখন পুরনো... লিখেছেন **জব্বার হোসেন**

তিটি রঙেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। রঙ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় ব্যক্তির রুচি, ব্যক্তিত্ব, এবং শিল্পবোধ। পুরো বাড়িকে একই রঙের শেডে সাজিয়ে তুলবার ধারণাটি এখন পুরনো। রুমের ব্যবহার আর রঙের আবেদনের ভিত্তিতেই মূলত রঙ নির্বাচন করতে হয়।

ড্রইং রুম: সাধারণত বাড়িতে কেউ এলে তাকে প্রথমে ড্রয়িং রুমেই বসতে দেয়া হয়। আপনার রুচি, ব্যক্তিত্ব, শিল্পবোধ অনেক কিছুই প্রকাশ পায় ড্রয়িং রুমের সৌন্দর্যে। ফলে বসার ঘরের রঙ নির্বাচনে আপনাকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে, সতর্ক হতে হবে। ড্রয়িং রুমের রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সফ্‌ট কালারকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এতে অনেক বেশি আতিথেয়তা প্রকাশ পাবে। এক্ষেত্রে হোয়াইট টোনের বিভিন্ন লাইট শেড ব্যবহার করতে পারেন। হোয়াইট টোনের মধ্যে অ্যাপেল হোয়াইট, বার্লি হোয়াইট, লাইম হোয়াইট, অ্যাপ্রিকট হোয়াইট, লিলি হোয়াইট, ফ্রস্ট হোয়াইট, বাটার হোয়াইট বিভিন্ন শেড রয়েছে। এছাড়া ভেনিলা, লাইট পিংক, ক্রিম- এই রঙগুলোও ব্যবহার করতে পারেন। তবে খুব ছোট ড্রয়িং রুমের ক্ষেত্রে হোয়াইট শেডে থাকাটাই ভালো। এ ছাড়া বসার ঘরে বৈচিত্র্য আনার জন্য ওপরের সিলিং-এ ও পাশে দুটো রঙ ব্যবহার করতে পারেন। সিলিং-এ দেয়ালের

চেয়ে লাইট শেড ব্যবহার করলে ঘরটিকে বড় মনে হবে। রঙের ক্ষেত্রে মেঝেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মেঝেতে হাল্কা রঙের টাইলস ব্যবহার করাই ভালো; তবে টাইলস যদি ডিপকালার হয় তবে দেয়ালকে অবশ্যই লাইট শেড হতে হবে। এতে ঘরটিকে প্রশস্ত মনে হবে।

ডাইনিং রুম: ডাইনিং রুমের জন্য প্রাকৃতিক আলো খুব বেশি প্রয়োজন। এর সঙ্গে রঙেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। হোয়াইট টোনের মধ্যে বিভিন্ন লাইট শেড ব্যবহার করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে লাইট অফ হোয়াইট, অ্যাকল হোয়াইট, বাটার হোয়াইট- এই শেডগুলো ভালো লাগবে। এছাড়া পিংক শেড এবং সফ্ট গ্রিনও ডাইনিংয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

বেড রুম: নিজের শোবার ঘরটিকে প্রশান্তিময় করে তুলুন। সতেজতা আর স্নিগ্ধতা নিয়ে আসুন বেড রুমে। ব্যবহার করুন শীতল রঙ, এতে স্বপ্নময়তা সৃষ্টি হবে। আবার বৈচিত্র্যের জন্য একটু ব্রাইট কালারেও যেতে পারেন। বেড রুমের জন্য পারপেল লাইট, ব্লু শেড লাইট, স্কাই ব্লু, ফ্রস্ট ব্লু, সিফন, লেমন ইয়েলো, ক্রিম এই রঙগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর শোবার ঘরটি যদি একটু বড় হয় সেক্ষেত্রে বড় দেয়ালটিতে বিপরীত বা কনট্রাস্ট কালার দিয়ে বৈচিত্র্যের আমেজ আনতে পারেন। তবে এই বৈপরীত্যের ক্ষেত্রেও দুটো কালারের মধ্যে যেন একটা ভারসাম্য থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চাইল্ড বেড: চিলড্রেন্স রুমে রঙের ক্ষেত্রে শিশুদের বিকাশ ও মানসিকতার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙ এ ক্ষেত্রে ভালো। রুমের বিভিন্ন দেয়ালে বিভিন্ন কালার শেড ব্যবহার করতে পারেন। তবে চারটা দেয়ালের জন্য দুটো রঙ ব্যবহার করা ভালো। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন আসবাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। গ্রিন, ইয়েলো, কোরাল, পিংক ব্লু, ভায়োলেটের বিভিন্ন শেড দিয়ে ছোটদের ঘরটিকে সাজিয়ে তুলতে পারেন।

স্টাডি রুম: পড়ার ঘরটাতে হালকা এবং শীতল রঙ ব্যবহার করা ভালো। যদি স্টাডি রুমটা ডাইনিংয়ের পাশে হয় তবে একই রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কাই ব্লু, আইভরি, সফটগ্রিন, বাটার হোয়াইট, অ্যাপেল হোয়াইট, লেমন হোয়াইট প্রভৃতি হালকা শেড ব্যবহার করতে পারেন স্টাডি রুমের ক্ষেত্রে।

ড্রয়িং রুমে ব্যবহার করা হয়েছে সফট গ্রীন কালার শেড

কিচেন ও বাথ-রুম: ফ্রস্ট ব্লু, সফ্ট গ্রিন, কিছুটা ইয়েলো শেড কিচেনে ব্যবহার করতে পারেন। আর বাথরুমের ক্ষেত্রে টাইলস, বাথটবের শেডের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ রঙ যেন নির্বাচন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে সিলিংটা হোয়াইট হলেই ভালো।

চাইল্ড বেড-এর ক্ষেত্রে এসেছে একাধিক রঙের ব্যবহার

বারান্দা : বাড়ির বাইরের রঙয়ের ওপর নির্ভর করে বারান্দার রঙ। তবে এ ক্ষেত্রে কিছুটা গ্রে'র দিকে থাকা ভালো। সিলভার গ্রে, লাইট গ্রে, অলিভ গ্রে। এ শেডগুলোও ব্যবহার করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, বারান্দার রঙ নির্বাচনে বাইরের রঙের বিষয়টি জরুরি। দুটোর মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে।

রঙের ক্ষেত্রে ডিসটেম্পারের চেয়ে প্লাস্টিক পেইন্টই ভালো। কেননা প্লাস্টিক পেইন্টের রঙ করা দেয়ালে ময়লা লাগলে তা ধুয়ে নিলেই আবার আগের উজ্জ্বলতায় ফিরে আসে। তবে এটি নির্ভর করছে যার যার সামর্থ্যের ওপর।

এছাড়া রঙের বিষয়ে বার্জারও বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে। বার্জারের রয়েছে হোম ডেকর অন লাইন কনসালট্যান্সি সার্ভিস।